TRIPURAINFO

‘নই রোশনি’ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত ৬৯ হাজারেরও বেশি মহিলাকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে

নয়াদিল্লি,১৬ মার্চ, ২০১৭

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু অংশের মহিলাদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ‘নই রোশনি’ পদক্ষেপে সংশ্লিষ্ট অংশের মহিলাদের কল্যাণে তিনটি বিশেষ প্রকল্প রূপায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির আওতাভুক্ত মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ,বৌদ্ধ, পারসী ও জৈন সম্প্রদায়ের কল্যাণে জোর দেওয়া হয়েছে। এই বাবদ চলতি অর্থ বছরের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ৬৯হাজার ১৫০ জন মহিলাকে আওতাভুক্ত করে ১৪.১৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুখতার আব্বাস নকভি এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়ে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে এই প্রকল্পের ব্যয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন। এই পদক্ষেপে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সারা দেশে বাছাই করা বেসরকারী সামাজিক সংস্থা (এনজিও)-র মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে সরকারী ব্যবস্থা ও অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের জ্ঞান ও অভিমত বিনিময়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও শ্রী নকভি জানিয়েছেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য বেগম হজরত মহল জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে বিগত বছরগুলির হিসেব দেন।

তিনি আরও জানান, জাতীয় সংখ্যালঘু বিকাশ ও অর্থ নিগম(এনএমডিএফসি)-এর মাধ্যমে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় দক্ষতা বিকাশসহ মহিলা-বান্ধব বিভিন্ন কাজে সমবেত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ সময়সীমা থাকছে ৬ মাস। এছাড়া কাঁচামালের জন্য দেওয়া হচ্ছে মাথাপিছু ১৫০০ টাকা করে। প্রত্যেকে আরও ১০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ডও পাচ্ছেন বলে প্রতিমন্ত্রী নিজের জবাবে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট আওতাভুক্ত মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে রোজগারের সুযোগ খুঁজে নিতে সদস্যাপিছু সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা করে ঋণও পেতে পারেন বলেও শ্রী নকভি জানান।